



## 11722 - সূরা 'দুখান'-এ উল্লেখিত বিশেষ রাত্রি দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

### প্রশ্ন

শাবান মাসের ১৫ তারিখে গুরুত্বটা কী? এটা কিসেই রাত য়ে রাত্তে প্রত্যকে ব্যক্তরি আগামী বছরে ভাগ্য নির্ধারণতি হয়? সূরা 'দুখান'ে উদ্ধৃত বিশেষ রাত কোনটি? সেই রাতটা কিসে শাবান মাসের ঐ রাত; নাকি লাইলাতুল ক্বদর?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অর্থ শাবানের রাত অন্য রাতগুলোর মতোই। এ রাত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ মর্মে এমন কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, এ রাত্তে প্রত্যকে ব্যক্তরি ভাগ্য ও পরিণতি নির্ধারণতি হয়।

8907 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখো যতে পারে।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী: “নশ্চয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযলি করছি এক বরকতময় রাত্তে। নশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাত্তে প্রত্যকে প্রজ্জ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।” [সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪] ইবনে জাররি আত্‌তাবারী (রহঃ) বলেন: এ রাত্টি বছরে কোন রাত তা নিয়ে তাফসিরিকারগণ মতভদে করছেন। কটে বলছেন: সটে লাইলাতুল ক্বদর। কাতাদা থেকে বর্ণতি আছে, সটে লাইলাতুল ক্বদর। অন্য তাফসিরিকারগণ বলছেন: সটে অর্থ শাবানের রাত। তাবারী বলেন: এ ক্ষত্রে সঠিকি অভিমতি হল যারা বলছেন: সটে লাইলাতুল ক্বদর। [তাফসরি তাবারী (১১/২২১)]

আর আল্লাহ বাণী: “এ রাত্তে প্রত্যকে প্রজ্জ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।”

সহহি বুখারীতে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: অর্থ হচ্চে— এ রাত্তে ঐ বছরে বধিনগুলো নরিধারণ (তাকদীর) করা হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “এ রাত্তে প্রত্যকে প্রজ্জ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।” ইমাম নববী বলেন: আলমেগণ বলেন, এ রাত্তে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়, যহেতে এ রাত্তে ফরেশেতারা তাকদীরগুলো লপিবিদ্ধ করেন। দলিল হল আল্লাহর বাণী: “এ রাত্তে প্রত্যকে প্রজ্জ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।” এটি আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্য তাফসিরিকারগণ মুজাহদি, ইকরমি, কাতাদা প্রমুখ থেকে সহহি সনদে বর্ণনা করছেন। তুরবাত বলনে: فُدر শব্দটি সাকনি দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে; যদিও বহুল প্রচলতি হচ্চে- قضاء (নয়তি) এর সমার্থক শব্দ فُدر এর 'দাল' হরফে যবর দিয়ে পঠন; সটে এ কারণে যে, এখানে এর দ্বারা তাকদীর (নরিধারণ) উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্চে- পূর্বহেই যা তাকদীর (নরিধারণ)



করা হয়েছে সটোর বসিতারতি বিবরণ দেওয়া এবং ঐ বছররে জন্য সটো প্রকাশ করা ও সীমাবদ্ধ করা; যাতে করে ঐ বছররে যতটুকু তাকদীর ততটুকু সো রাতো তাদরে কাছো নাযলি হয়ে যায়।

লাইলাতুল ক্বাদররে রয়েছে মহান মর্যাদা; যো ব্যক্তি ঐ রাতো নকে আমল করে ও আমল করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে তার জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “নশিচয় আমরা তা (কোরআন) লাইলাতুল ক্বাদর-এ (মর্যাদার রাতো) নাযলি করছো। আপনিকি জাননে, লাইলাতুল ক্বাদর কি? (তার মর্যাদা কত?)। লাইলাতুল ক্বাদর হাজার মাসরে চয়ো শ্রেষ্ট। তাতো (এ রাতো) ফরেশেতারা এবং জবিরাজিল তাদরে প্রভুর অনুমতক্রমে প্রতিটি নিরিশে নিয়ে নমো আসো। (সারারাত জুড়ে মুমনি বান্দাদরে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাজ করে) শান্তি; এ রাত (রাতরে এই মর্যাদা) উম্মার আবরিভাব পর্যন্ত থাকো।”[সূরা ক্বাদর, ৯৭:১-৫] এ রাতরে মর্যাদার ব্যাপারে অনকে হাদিস বরণতি হয়েছে। যমেন ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তনিকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে যো, “যো ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বাদরো কয়াম পালন করবো তার পূর্বরে সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর যো ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াব প্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযানে সয়াম পালন করবো তার পূর্বরে সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[সহহি বুখারী, কতিবুস সওম, (১৭৬৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।